



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

18 September 2026 / 10 Rabiulakhir 1448H

ঈমানের আলোয় হৃদয়ের কুমন্ত্রণা থেকে উত্তরণ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيلِ: يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

হে মুমিনগণ, আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করুন এবং তাঁর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন। তাঁর সকল

আদেশ পালন করুন এবং তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকুন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও আত্মার দৃঢ়তা দান করুন, যাতে আমরা

ঈমানের ওপর অবিচল ও সুদৃঢ় মুমিন হতে পারি।

আমীন, ইয়া রব্বাল ‘আলামীন।

বরকতময় মুসল্লিবন্দ,

কখনো কখনো আমাদের অন্তরে কিছু প্রশ্ন জাগে: এত মানুষ যখন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করছে, তখন আমরা কেন সৎকাজ করে যেতে থাকব? যারা জুলুম ও অত্যাচার করে, তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করে, আর যারা সৎকাজ করার চেষ্টা করে, তারাই যখন নানা কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়—তখন এমন কেন হয়?

একজন মুমিনের মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অন্যায় ও অত্যাচার প্রত্যক্ষ করলে ঈমানে পরিপূর্ণ একটি হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর যদি ঈমানের দিকনির্দেশনা ছাড়া অমীমাংসিত থেকে যায়, তবে তা ধীরে ধীরে আমাদের মনোবল দুর্বল করে দিতে পারে। এমনকি একসময় আমাদের মনে হতে পারে, সৎকাজ করে যাওয়ার আর কোনো অর্থ নেই।

প্রিয় মুসল্লিবন্দ,

যখন এ ধরনের কুমন্ত্রণা আমাদের অন্তরে আরও প্রবল হয়ে ওঠে, তখন আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণীর দিকে ফিরে যেতে হবে। সূরা ক্বাফের ১৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

অর্থঃ আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আর আমি তার গ্রীবার (গলার) শিরা থেকেও তার অধিক নিকটবর্তী।

প্রিয় ভাইয়েরা,

দৃঢ়ভাবে এই কথাটি বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই গোপন নয়। এমনকি আমাদের অন্তরের সেই কুমন্ত্রণাগুলোও, যা কখনো মুখে উচ্চারিত হয় না, সেগুলোও তাঁর অজানা নয়। আমরা আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর অর্থ বোঝার জন্য কেবল চেষ্টা করতে পারি; কিন্তু আমাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি অস্বস্তি, প্রতিটি দুঃখ ও অভিযোগ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত আছেন।

একই সঙ্গে, আমরা কেবল আমাদের চোখের সামনে যা দেখতে পাই, সেটুকুই কেবল উপলব্ধি করতে পারি; পক্ষান্তরে, আল্লাহর জ্ঞান অতীতের সবকিছু, বর্তমানে যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে — সবকিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে। কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষা বা অন্যায় কেন আল্লাহ ঘটতে দেন, তা হয়তো আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন: কোনো অন্যায়ই তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের বাইরে নয়, এবং তাঁর দৃষ্টিতে কোনো সংকাজই অর্থহীন বা মূল্যহীন নয়।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আল্লাহ আমাদের অত্যন্ত নিকটে আছেন—এই উপলব্ধি ও দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের জীবনযাপনে কী প্রভাব ফেলবে? শুধু “আল্লাহ জানেন”—এ কথা বলেই কি আমরা নীরব হয়ে থাকব? কখনোই নয়।

যেখানে আমরা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি, সেখানে আসুন, কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি। যেখানে কাউকে সাহায্য করার সুযোগ আছে, সেখানে আসুন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। আর যখন আমরা কোনো অন্যায়ের সম্মুখীন হই, তখন সেই অন্যায় যেন আমাদের নিজেদের চরিত্র, নৈতিকতা ও নীতিবোধকে কলুষিত না করে—সেদিকে সতর্ক থাকি।

ভাইয়েরা, এটাই প্রকৃত সবরের শিক্ষা।

সবর মানে অন্যায়ের সামনে অসহায়ভাবে নীরব হয়ে থাকা নয়। সবর মানে অন্যায়ের কারণে নিজের নীতি ও নৈতিকতা বিসর্জন না দেওয়া। সবর মানে প্রতিকূলতার মধ্যেও সঠিক কাজ করে যাওয়া; যা পরিবর্তন করার সামর্থ্য আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, তা পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা; আর যা আমাদের সাধ্যের বাইরে, তা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর কাছে সমর্পণ করা।

অর্থাৎ, সবর হলো—কর্মে অবিচল থাকা, অন্যায়ের নতি স্বীকার না করা এবং ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখা।

আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব, সৎপথে অটল থাকব এবং কোনো পরিস্থিতিই যেন আমাদের সৎকাজ থেকে বিরত না করে—এটাই একজন মুমিনের সবর।

সূরা হুদের ১১৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন;

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

অর্থঃ : আর ধৈর্যধারণ কর, কেননা আল্লাহ নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের কর্মফল ব্যর্থ করেন না।

বরকতময় জুমার মুসল্লিবন্দ,

আসুন, আমরা আজ আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান ফলাফলের ভিত্তিতে কোনো সৎকাজের মূল্যকে বিচার না করি। আমাদের ওপর অর্পিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যা সঠিক ও কল্যাণকর, তা করে যাওয়াই আমাদের দায়িত্ব।

যা আমরা পরিবর্তন করতে পারি, তা পরিবর্তনের জন্য আসুন আমরা চেষ্টা করি।

যে কাজে আমরা সহযোগিতা করতে পারি, সেখানে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। আর যা

আমাদের সামর্থ্যের বাইরে, তা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর কাছে সমর্পণ করি—হতাশ না হয়ে
এবং সংকাজ করা থেকে বিরত না থেকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের অন্তরে শান্তি স্থাপন করুন এবং আমাদের এমন মুমিন বানান,
যারা সকল পরিস্থিতিতেই সংকাজ করে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাকে।

আমীন, ইয়া রব্বাল ‘আলামীন।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحْنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنِ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةٍ وَفِي فَلِسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.